# প্রতি পাঠের মূল পয়েন্ট

## ১ নং পাঠের মূল পয়েন্ট

(১) বাইবেল অধ্যয়নের কারণসমূহ:

- ঈশ্বর নিজেকে শাস্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেন।
- বাইবেল হল একটি প্রদীপ
- বাইবেল হল আত্মিক দুধ
- বাইবেলের মধুর মতো মিষ্টি
- বাইবেলের হল আত্মার তরোয়াল

(২) বাইবেল অধ্যয়ন প্রক্রিয়ার তিনটি ধাপ রয়েছে।

- পর্যবেক্ষণ (Observation): বাইবেলে আমি কী দেখি? অধ্যয়ন (Study):
    - পরিভাষা (Terms)
    - গঠন বা কাঠামো (Structure)
    - সাহিত্যিক রূপ (Literary Form)
    - আবহ (Atmosphere)
- ব্যাখ্যা (Interpretation): বাইবেল কী বোঝায়?
- প্রয়োগ (Application): বর্তমানে আমি কীভাবে জীবনে এবং পরিচর্যা কাজে বাইবেল প্রয়োগ করি? জানতে চান:
    - এটি কীভাবে আমার জন্য কাজ করে?
    - এটি কীভাবে অন্যদের জন্য কাজ করে?

(৩) আমরা যখন বাইবেল অধ্যয়ন করি তখন আমাদের কাছে অবশ্যই পবিত্র আত্মার উদ্ভাসন (illumination) থাকা উচিত। এই কারণে…

- শাস্ত্র অধ্যয়ন করার আগে আমাদের প্রার্থনা করার উচিত।
- আমাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন একটি ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া দ্বারা অনুসরণ করা উচিত।

## ২ নং পাঠের মূল পয়েন্ট

(১) একটি একক পদ অধ্যয়নের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণের প্রক্রিয়াটি শুরু করুন। পদটি থেকে যতগুলি সম্ভব প্রশ্ন করুন।

(২) আপনার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায় বাড়ানোর জন্য অন্তর্ভুক্ত ধাপসমূহ:

- বোঝার জন্য পড়ুন।
- পড়ার সাথে সাথে প্রশ্ন করুন।
    - কে?
    - কী?
    - কখন?
    - কোথায়?
    - কেন?
    - কীভাবে?
- একই অংশ বা পুস্তকটি একাধিকবার পড়ুন।
- ব্যাকরণ অধ্যয়ন করুন। লক্ষ্য করুন:
    - ক্রিয়াপদ
    - বিশেষ্য
    - পরিবর্দ্ধক বা ধরন নির্ণয়
    - অব্যয়
    - সংযোগকারী শব্দ
- পাঠ্যের বিশেষ বিশদগুলি দেখুন। লক্ষ্য করুন:
    - পুনরাবৃত্ত শব্দ
    - বৈসাদৃশ্য
    - তুলনা
    - তালিকা
    - উদ্দেশ্যমূলক বিবৃতি
    - শর্তসাপেক্ষ শব্দ
- আপনি পড়ার সাথে প্রার্থনাও করুন।

## ৩ নং পাঠের মূল পয়েন্ট

(১) একটি অনুচ্ছেদ এবং তারপর একটি সমগ্র পুস্তক অধ্যয়নের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণের প্রক্রিয়াটি চালিয়ে যান। পবিত্র বাইবেল প্রকৃতভাবে অধ্যায় এবং পদে বিভক্ত ছিল না। আপনি অবশ্যই নিশ্চিত থাকুন যে আপনি আপনার পর্যবেক্ষণে পাঠ্যের (text) স্বাভাবিক বিভাগ অনুসরণ করছেন।

(২) একটি অনুচ্ছেদ পড়ার সময়ে যেগুলি লক্ষ্য করবেন:

- সাধারণ থেকে নির্দিষ্ট সম্পর্কসমূহ
- প্রশ্ন এবং উত্তর বিভাগসমূহ
- সংলাপ বা কথোপকথন
- আবেগজনিত ভাব

(৩) একটি সমগ্র পুস্তক পড়ার সময়ে যেগুলি লক্ষ্য করবেন:

- যে বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। লেখক নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সাপেক্ষে জোর দিতে পারেন:
    - স্থানের পরিমাণ
    - বিবৃত উদ্দেশ্য
    - উপাদানের ক্রম
- যেগুলি পুনরাবৃত্ত করা হয়েছে।
    - পুনরাবৃত্ত শব্দ বা বাক্যাংশ
    - পুনরাবৃত্ত চরিত্র
    - পুনরাবৃত্ত ঘটনা বা পরিস্থিতি
- দিক পরিবর্তন
- সাহিত্যগত পরিকাঠামো
    - জীবনীমূলক পরিকাঠামো
    - ভৌগোলিক পরিকাঠামো
    - ঐতিহাসিক বা সময়ভিত্তিক পরিকাঠামো

(৪) শাস্ত্রের একটি বিভাগ বা একটি সমগ্র পুস্তকের উপর একটি চার্ট প্রস্তুত করা পরিকাঠামোটিকে সুস্পষ্ট করে তুলতে পারে।

## ৪ নং পাঠের মূল পয়েন্ট

(১) ব্যাখ্যার পর্যায়টি প্রশ্ন করে, "পাঠ্যটি কী অর্থ প্রকাশ করে?"

(২) যে প্রতিকূলতাগুলি ব্যাখ্যাকে কঠিন করে তোলে সেগুলি হল:

- ভাষাগত পার্থক্য
- সাংস্কৃতিক পার্থক্য
- অপরিচিত ভৌগোলিক অবস্থান
- অপরিচিত সাহিত্যিক রূপ

(৩) কিছু কিছু প্রচলিত ভুল যা ব্যাখ্যাকে ভুল দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়:

- পাঠ্যটি ভুলভাবে পড়া
- পাঠ্যকে বিকৃত করা
- কাল্পনিক অর্থ প্রদান করা
- অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হওয়া

## ৫ নং পাঠের মূল পয়েন্ট

(১) সঠিক ব্যাখ্যার জন্য আমাদের যেকোনো নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় অংশের প্রেক্ষাপট অধ্যয়ন করতে হবে।

(২) ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বাইবেলের সাংস্কৃতিক অবস্থা তুলে ধরে। এটি প্রশ্ন করে:

- বাইবেলের লেখক সম্পর্কে আমরা কী জানতে পারি?
- বাইবেলের শ্রোতাদের সম্পর্কে আমরা কী জানতে পারি?
- আমরা পুস্তকের ঐতিহাসিক বিন্যাস সম্পর্কে কী জানতে পারি?
- আমরা পুস্তকের সাংস্কৃতিক বিন্যাস সম্পর্কে কী জানতে পারি?

(৩) বাইবেলভিত্তিক প্রেক্ষাপট দেখায় যে কীভাবে একটি পদ শাস্ত্রের বাকি অংশের সঙ্গে জুড়ে আছে ।

## ৬ নং পাঠের মূল পয়েন্ট

(১) সঠিক ব্যাখ্যার জন্য আমরা যে শাস্ত্রের অনুচ্ছেদটি অধ্যয়ন করছি তার সাহিত্যিক রূপটি বুঝতে হবে।

(২) বাইবেলে যে সাহিত্যিক রূপগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হল:

- ইতিহাস: বাস্তব লোকজন এবং ঘটনার সঠিক ঐতিহাসিক বিবরণ।

  ইতিহাস ব্যাখ্যা করার সময়ে প্রশ্ন করুন:

  - কাহিনীটি কী?
  - কাহিনীতে কারা রয়েছে?
  - ঐতিহাসিক বিবরণ কি অনুসরণ করার মতো কোনো উদাহরণ প্রদান করে?
  - এই ঐতিহাসিক ঘটনায় কোন নীতিগুলি শেখানো হয়েছে?

- পুরাতন নিয়মের বিধান

  পুরাতন নিয়মের বিধান নতুন নিয়মের বিশ্বাসীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ:

  - এটি ঈশ্বরের চরিত্রের একটি প্রকাশ।
  - এটি আমাদেরকে পরিত্রাণের জন্য জ্ঞানী করে তোলে।
  - এটি আমাদেরকে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে সাহায্য করে।

  পুরাতন নিয়মের বিধানের তিনটি বিভাগ সম্পর্কে চিন্তা করা সহায়ক হতে পারে:

  - আনুষ্ঠানিক বিধান
  - নাগরিক বিধান
  - নৈতিক বিধান

  পুরাতন নিয়মের বিধান ব্যাখ্যা করার সময়ে প্রশ্ন করুন:

  - আসল বা প্রথম শ্রোতাদের কাছে এই পাঠ্যটি কোন অর্থ প্রকাশ করেছিল?
  - বাইবেলের শ্রোতা এবং আমাদের জগতের মধ্যে কী কী পার্থক্য আছে?
  - এই পাঠ্যে কোন কোন নীতি শেখানো হয়েছে?
  - নতুন নিয়ম কি কোনোভাবে এই নীতিটি গ্রহণ করেছে?

- কাব্য

  হিব্রু কবিতার বৈশিষ্ট্যসমূহ:

  - সমান্তরালতা
  - বাক্যালংকার

- জ্ঞানমূলক সাহিত্য: কীভাবে জীবন চলে তা শেখায়

- হিতোপদেশ: জীবনের পর্যবেক্ষণ যা সংক্ষিপ্তভাবে এবং স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে

  প্রবাদ ব্যাখ্যা করার সময়ে প্রশ্ন করুন:

  - কোন সাধারণ নীতিটি এই শাস্ত্রটিতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে?
  - এই নীতিটির কোন কোন ব্যতিক্রম দেখা যায়?
  - বাইবেলে কোন ব্যক্তিরা এই নীতিটি প্রদর্শন করে?

- পুরাতন নিয়মের ভাববাণী: ঈশ্বরের বার্তাসমূহের সংযোগ স্থাপন।

  পুরাতন নিয়মের ভাববাণী ব্যাখ্যা করার সময়ে প্রশ্ন করুন:

  - ভাববাদী তার জগতে কী বলেছিলেন?
  - তার বার্তার প্রতি লোকেদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?
  - ভাববাদীর বার্তার কোন নীতিটি আজকে আমাদের জগতে প্রযোজ্য?

- অন্তিমকালীন বিষয়সংক্রান্ত সাহিত্য

  অন্তিমকালীন বিষয়সংক্রান্ত সাহিত্য ব্যাখ্যা করার সময়ে মনে রাখবেন:

  - এটি খুবই প্রতীকী।
  - এটি মূলত ঘটনাগুলিকে সময়ানুভিত্তিক ক্রমে বর্ণনা করে না।
  - এটি বিবিধ বিশদসহ বারংবার একই ঘটনা তুলে ধরতে পারে।

  অন্তিমকালীন বিষয়সংক্রান্ত সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল:

  - বর্তমান বিশ্বে মন্দ ও অন্যায় থাকা সত্ত্বেও বিশ্বাস ধরে রাখার প্রতিকূলতা বা চ্যালেঞ্জ।
  - সার্বভৌম ঈশ্বর যিনি তাঁর লোকেদের সাহায্য করতে আসেন।

- উপমা: একটি শিক্ষা যা আত্মিক সত্যকে প্রাকৃতিক জিনিস বা জীবনের পরিস্থিতির সাথে তুলনা করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো প্রশ্ন বা কোনো আচরণের প্রত্যুত্তর হিসেবে উপমা বলা হত।

  উপমা ব্যাখ্যার সময়ে প্রশ্ন করুন:

  - উপমাটি কীভাবে শুরু হয়েছিল?
  - উপমাটির উপসংহার কী ছিল?
  - উপমাটি কোন প্রতিক্রিয়া বা মনোভাবের পরিবর্তন করতে বলছে?
  - আসল দর্শকদের কেমন প্রতিক্রিয়া ছিল?

- পত্র

  নতুন নিয়মের পত্রগুলি হল:

  - কর্তৃত্বমূলক

- পরিস্থিতিমূলক
- বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে লেখা

পত্রগুলি ব্যাখ্যা করার সময়ে প্রশ্ন করুন:

- চিঠিটির প্রাপক কে?
- লেখক কে? তিনি কীভাবে প্রাপকের সাথে সম্পর্কিত?
- কোন পরিস্থিতি চিঠিটি লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল?

- ব্যাখ্যান: ক্রমভিত্তিক শিক্ষা

## ৭ নং পাঠের মূল পয়েন্ট

(১) শব্দ অধ্যয়ন হল একটি প্যাসেজের প্রসঙ্গ অনুযায়ী সেটির মধ্যে থাকা তাৎপর্যপূর্ণ শব্দগুলি অর্থ খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে সেগুলির পর্যালোচনা করা। শব্দ অধ্যয়ন আমাদেরকে আমরা যে প্যাসেজেটি অধ্যয়ন করছি তা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

(২) শব্দ অধ্যয়নের সময় যে দু'টি প্রচলিত ভুল এড়িয়ে চলতে হয়:

- শব্দটির পূর্ববর্তী অর্থটি এড়িয়ে যাওয়া
- অনুমান করে নেওয়া যে প্রত্যেকটি প্রসঙ্গে একটি শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করছে

(৩) শব্দ অধ্যয়নের প্রক্রিয়া:

- অধ্যয়নের জন্য শব্দগুলিকে বেছে নিন।
    - যে শব্দগুলি অংশটির অর্থের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ
    - পুনরাবৃত্ত শব্দ
    - বাক্যালংকার
    - যে শব্দগুলি অস্পষ্ট বা কঠিন
- বেছে নেওয়া প্রত্যেকটি শব্দের সম্ভাব্য অর্থগুলির তালিকা করুন।
- অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গ অনুযায়ী বেছে নেওয়া প্রতিটি শব্দ কোন অর্থ প্রকাশ করছে তা নির্ধারণ করুন।

(৪) প্রসঙ্গটিতে শব্দটি কোন অর্থ প্রকাশ করছে তা নির্ধারণ করতে যে প্রশ্নগুলি আপনাকে সাহায্য করবে:

- অংশটিতে কি কোনো বৈপরীত্য বা তুলনা আছে যা শব্দটিকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে?
- লেখক কীভাবে এই শব্দটিকে অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন?
- শব্দটির অর্থের ব্যাপারে প্রসঙ্গ কী প্রকাশ করে?

(৫) আলংকারিক ভাষা অধ্যয়নের সময়ে যে বিষয়গুলি মনে রাখবেন:

- যে ধারণাটি প্রতীকীরূপে দেখানো হয়েছে সেটি গুরুত্বপূর্ণ।
- একটি রূপক চিত্র, বাক্যাংশ, বা শব্দ অন্যকিছুকে উপস্থাপন করে।
- আলংকারিক ভাষা নিজে যেটিকে প্রকাশ করে সেটির বৈশিষ্ট্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে।
- লেখক যেভাবে কোনো পাঠ্যকে বোঝাতে চেয়েছেন আমাদের অবশ্যই সেইভাবেই পাঠ্যটিকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে—তা সেটির অর্থ আক্ষরিক হোক বা রূপক।

(৬) কখন একটি শাস্ত্রীয় বিবৃতিকে রূপকভাবে ব্যাখ্যা করবেন:

- যখন প্যাসেজটি নিজেই আপনাকে তা ব্যবহার করতে বলে
- যখন এর আক্ষরিক অর্থ অসম্ভব বা অযৌক্তিক

## ৮ নং পাঠের মূল পয়েন্ট

(১) বাইবেলের ব্যাখ্যার মৌলিক নীতিগুলি বুঝতে পারলে তা আপনাকে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্তে আসা থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করবে।

(২) পাঠ্য (text) দিয়ে শুরু করুন, আপনার নিজের উপসংহার দিয়ে নয়। আপনার অনুমানগুলি আপনাকে পাঠ্যটিকে উপেক্ষা করার কারণ হতে দেবেন না।

(৩) শাস্ত্রীয় শিক্ষাসমূহ শাস্ত্রীয় শিক্ষার বিরোধীতা করে না। যদি দু'টি অংশকে বিপরীতার্থক বলে মনে হয়, তাহলে বিবেচনা করে দেখুন যে আপনি কোনো একটি অংশকে ভুল বুঝেছেন কিনা।

(৪) শাস্ত্রই হল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকারী। তুলনামূলকভাবে কঠিন অংশগুলির ব্যাখ্যার জন্য সাধারণ অংশগুলি ব্যবহার করুন।

(৫) বুঝতে পারার জন্যই শাস্ত্র লেখা হয়েছিল। পাঠ্যের সাধারণ বোধগুলি লক্ষ্য করুন।

(৬) বাইবেলের একটি আজ্ঞা বাইবেলের একটি প্রতিজ্ঞাকে তুলে ধরে। যে ঈশ্বর আদেশ দেন, সেই ঈশ্বরই আমাদের আনুগত্যকে শক্তিযুক্ত করেন।

(৭) পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জ্ঞান বাইবেলের মধ্যে রয়েছে।

(৮) আমরা তিনটি লেন্সের মাধ্যমে শাস্ত্রের দিকে দেখি যা আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে সাহায্য করে:

- ঐতিহ্য: ইতিহাস জুড়ে অন্যান্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের অন্তর্দৃষ্টি।
- যুক্তি: পাঠ্যের অর্থের একটি যুক্তিযুক্ত বোধগম্যতা।
- অভিজ্ঞতা: খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের আত্মিক অভিজ্ঞতা।

## ৯ নং পাঠের মূল পয়েন্ট

(১) ঈশ্বরের বাক্য কেবল যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করাই যথেষ্ট নয়; এটিকে অবশ্যই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে হবে।

(২) শয়তান আমাদেরকে বিভিন্ন বিকল্প দ্বারা প্রয়োগকে প্রতিস্থাপন করতে প্রলোভিত করে:

- আমরা প্রয়োগের পরিবর্তে ব্যাখ্যাকে বিকল্প হিসাবে নিতে পারি।
- আমরা পূর্ণ বাধ্যতার পরিবর্তে আংশিক বাধ্যতাকে বিকল্প হিসাবে নিতে পারি।
- আমরা অনুতাপের পরিবর্তে অজুহাতকে বিকল্প হিসাবে নিতে পারি।
- আমরা রূপান্তরের পরিবর্তে আবেগকে বিকল্প হিসাবে নিতে পারি।

(৩) আমাদের জীবনে শাস্ত্রকে প্রয়োগ করার জন্য, আমাদের তিনটি পদক্ষেপ অনুসরণ করা উচিত:

- শাস্ত্রের অর্থ জানা।
- কীভাবে জীবনে শাস্ত্রকে প্রয়োগ করতে হয় তা বোঝা।
- শাস্ত্রের বাধ্য হওয়া।

(৪) শাস্ত্রকে কীভাবে জীবনে প্রয়োগ করাবেন তা জানার জন্য এই প্রশ্নগুলি ব্যবহার করুন**:**

- এমন কোনো পাপ আছে যা এড়িয়ে চলতে হবে?
- এমন কোনো প্রতিজ্ঞা আছে যা দাবি করতে হবে?
- এমন কোনো পদক্ষেপ আছে তা নিতে হবে?
- এমন কোনো আদেশ আছে যা মেনে চলতে হবে?
- এমন কোনো উদাহরণ আছে যা অনুসরণ করতে হবে?